কার্যক্রম ও প্রস্তাবনা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা- ১০০০
www.dfp.gov.bd

বিষয়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও প্রস্তাবনা।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। স্বাধীনতার পূর্বে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকাশনা বিভাগ এবং চলচ্চিত্র বিভাগ নামে দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। ১৯৭৬ সালের ২১জুন প্রকাশনা বিভাগও চলচ্চিত্র বিভাগকে একীভুত করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৩ সালে ১জুন তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন অনুবাদ ও প্রকাশনা নিবন্ধন পরিদপ্তর, অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন এবং বিজ্ঞাপন সেল কে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সাথে সংযুক্ত করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর বা Department of Films and Publications-DFP পুনর্গঠন করা হয়। প্রশাসন সংস্কার কমিটির (এনাম কমিটি) সুপারিশের আলোকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২২জুন ১৯৮৩ তারিখের পত্র নম্বর-মিন/২ই-১২/৮৩-এফএনপি/৩০৩৪০/২(৪) আদেশের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়।

সরকারের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী দেশে- বিদেশে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। মন্ত্রণালয় অধীনস্থ অধিদপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের জন্য প্রচার সামগ্রী উৎপাদন করা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর অন্যতম দায়িত্ব। এ অধিদপ্তর সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রকাশনার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ উপকরণ প্রস্তুত করে থাকে। এছাড়া দেশে প্রকাশিত সকল ধরনের বই-পুস্তক, সংবাদ ও সাময়িকীর নিবন্ধন ও তালিকা প্রকাশ, সকল পত্রপত্রিকা নিরীক্ষাও নিউজ প্রিন্ট বণ্টনের সুপারিশ, সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ ও বিজ্ঞাপন বণ্টন এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য পরিশোধ, সারাদেশ থেকে প্রকাশিত সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকার নামের ছাড়পত্র প্রদানসহ নিবন্ধন করা, মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা এবং পত্রিকার সার্কুলেশন, নিউজ প্রিন্ট কোটা ও ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্ব ও এ অধিদপ্তরের। বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের দ্বিতীয় গ্রেডের একজন কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

এক নজরে ডিএফপি'র কার্যক্রম:

১. সৃজনশীল ও উন্নয়নমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা,

২. নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি প্রকাশ করা,

৩. অনিয়মিত বা এডহক প্রকাশনা হিসেবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ভিত্তিক প্রকাশনা, বুকলেট, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, স্টিকার ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী প্রকাশ করা,

২. দেশে প্রকাশিত সকল ধরনের বই, সংবাদও সাময়িকীর নিবন্ধন ও তালিকা প্রকাশ করা,

৩. সকল পত্রপত্রিকা নিরীক্ষা করা,

৪. নিউজ প্রিন্ট বণ্টনের সুপারিশ করা,

৫. সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ করা,

৬. বিজ্ঞাপন বণ্টন এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য পরিশোধ করা,

৭. সারাদেশ থেকে প্রকাশিত সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মসিক ও বার্ষিক পত্রিকার নামের ছাড়পত্র প্রদানসহ নিবন্ধন করা,

৮. পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্ত করা,

৯. পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বা সার্কুলেশন নির্ধারণ করা,

১০. নিউজ প্রিন্ট কোটা নির্ধারণ করা,

১১. ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য বিন্যাস্ত শাখাগুলো হলো-

১. প্রশাসন ও প্রকাশনা
২. বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা
৩. চলচ্চিত্র শাখা

১. প্রশাসন ও প্রকাশনা:

এ শাখা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনের সাথে সাথে অধিদপ্তরের নিয়মিত ও অনিয়মিত (এডহক) প্রকাশনার কাজ সম্পাদন করে থাকে। বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের ৫ম গ্রেডের কর্মকর্তা এ শাখার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সৃজনশীল প্রকাশনার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করতে এবং দেশে-বিদেশে সরকারের নীতি, কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষে এ অধিদপ্তর থেকে নিয়মিত প্রকাশনা সচিত্র বাংলাদেশ, মাসিক নবারুণ ও ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি প্রকাশও বিতরণ করা হয়। এছাড়া অনিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সারাদেশে প্রচারের জন্য পোস্টার, পুস্তিকা, ফোল্ডার, স্টিকার ও প্রচারপত্র প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়ে থাকে এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে। নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশনার জন্য এ অধিদপ্তরে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে এসব প্রকাশনা বিতরণ করে থাকে। এছাড়া দেশি-বিদেশি মেলায় এসকল প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

নিয়মিত প্রকাশনা:

এ অধিদপ্তর থেকে নিয়মিত ভাবে মাসিক নবারুণ, সচিত্র বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। কিশোর মাসিক নবারুণ পত্রিকাটি একটি জনপ্রিয় কিশোর পত্রিকা। এ পত্রিকা কিশোরদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকাটি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাসূচি, নীতি-আদর্শ-কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে উন্নয়ন কর্ম সূচিতে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এটি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কাজে রেফারেন্স হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

অপর দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষে বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। নিয়মিত প্রকাশিত এসকল পত্রিকা সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরিতে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এসব প্রকাশনার জন্য বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের ৫ম গ্রেডের একজন কর্মকর্তা সিনিয়র সম্পাদকও একই ক্যাডারের ষষ্ঠ গ্রেডের তিনজন কর্মকর্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে এসকল প্রকাশনার ব্যাপক চাহিদা থাকায় প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

অনিয়মিত বা এডহক প্রকাশনা:

দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং সরকারের চাহিদার ভিত্তিতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনিয়মিত প্রকাশনা প্রকাশও বিতরণ করে থাকে। এছাড়া ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে পোস্টার, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি ভিত্তিক লিফলেট, ফোল্ডার, স্টিকার, বুকলেটসহ পুস্তক প্রকাশ করা হয়। এসব প্রকাশনার জন্য বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের ৫ম গ্রেডের একজন সিনিয়র সম্পাদক ও একই ক্যাডারের ষষ্ঠ গ্রেডের তিনজন কর্মকর্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

নিবন্ধন শাখা:

দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত যে কোন পত্রিকা, সাময়িকী ও পুস্তকের নামের নিবন্ধন ও ছাড়পত্র প্রদান করা, প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের জমাদান প্রত্যয়ন করা, পত্রপত্রিকার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে সংবাদ পত্র ও পুস্তক প্রকাশনা পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব নিবন্ধন শাখার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থপুঞ্জি (বিবলিওগ্রাফি) তৈরি করা ও এশাখার অন্যতম দায়িত্ব। পরিচালক প্রশাসন ও প্রকাশনার তত্ত্বাবধানে বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডারের ৬ষ্ঠ গ্রেডের উপপরিচালক পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ শাখা ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশনা সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। এ ছাড়া সারাদেশে সংবাদপত্রসমূহ নিয়মিত জমাদান পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সংবাদপত্রসমূহ নিয়মিত প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। সংবাদপত্রের নিবন্ধন ও নামের ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে সংবাদপত্রের অধিকার সংরক্ষিত হয়। একইভাবে পুস্তক নিবন্ধন ও গেজেট আকারে গ্রন্থপুঞ্জি প্রকাশের মাধ্যমে পুস্তক লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকের অধিকার সংরক্ষিত হয়।

২. বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা শাখা:

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে পত্রপত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রদান ও প্রকাশ নিশ্চিত করা, সংবাদপত্রের বিল পরিশোধ করা, সংবাদপত্র হতে সরকারের রাজস্ব আয় তত্ত্বাবধান করা বিজ্ঞাপন শাখার অন্যতম দায়িত্ব। এ শাখা সরকারের বিজ্ঞাপন নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ শাখা সরকার ও সংবাদ পত্রের মধ্যে যোগাযোগের সেতু বন্ধ হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সাংবাদিক-কর্মচারীদের ওয়েজ বোর্ড অনুসারে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয় পরিবীক্ষণ করে থাকে। বিসিএস (তথ্য) সাধারণ ক্যাডারের ৫ম গ্রেডের একজন কর্মকর্তা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নিরীক্ষা শাখা:

সংবাদপত্রে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশের লক্ষে মিডিয়া তালিকা ভুক্তকরণ, পত্রপত্রিকার প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ, নিয়মিত প্রকাশনা তত্ত্বাবধান, বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণ, নিউজ প্রিন্ট প্রাপ্তির মাসিক কোটা নির্ধারণ এবং সংবাদপত্রের সুযোগ সুবিধানিশ্চিত করা নিরীক্ষা শাখার অন্যতম দায়িত। ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইন অনুসারে সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এ শাখার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হন। তাছাড়া সারা দেশে সংবাদপত্রে যে সবসরকারি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রদান করে তারা এ শাখার মাধ্যমে উপকৃত হয়। ওয়েজবোর্ড মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক-কর্মচারীগণ সরাসরি উপকৃত হন।

৩.চলচ্চিত্র শাখা:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ধারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের চলচ্চিত্র শাখার রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। তৎকালীন চলচ্চিত্র বিভাগ পাকিস্তান সরকারের কোনরূপ দিকনির্দেশনা ছাড়াই ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও চিত্র ও অডিও ধারণ করে। মুক্তিযুদ্ধ কালে চলচ্চিত্র

বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাষণের ফিল্ম লুকিয়ে রাখে। পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর খুনিরা ৭ই মার্চের ভাষণ বিনষ্ট করতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে তল্লাশী অভিযান চালায়। সেদিনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত এ শাখার কর্মচারিরা ৭ই মার্চের ভাষণের ফিল্ম অন্য ফিল্মের ক্যানে ভরে লুকিয়ে রাখে। এভাবেই ভাষণটি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পায়। সেই ফিল্মটিই জাতি সংঘের ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়, যা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। এ স্বীকৃতি অর্জনের জন্য প্রাথমিক যোগাযোগও শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকেই।

চলচ্চিত্র শাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের বিশেষ সংবাদ চিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ; জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সুশাসনসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ওপর প্রামাণ্য চিত্র ও ডকুড্রামা, টিভি ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জীবন ঘনিষ্ট পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মিশন সমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। জাতীয় বেতন স্কেল ৫ম গ্রেডের একজন কর্মকর্তা এ শাখার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে ৬ষ্ঠ গ্রেডের তিনজন দক্ষ প্রযোজক ও ৯ম গ্রেডের চারজন সহকারী প্রযোজক নিয়োজিত আছেন। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গঠনের জন্য সংবাদচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র সমূহ প্রদর্শন করা হয়। এ অধিদপ্তরের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও টিভিসিসমূহ বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে প্রদর্শন করা হয়।

ল্যাবরেটরি শাখা:

পূর্বে চলচ্চিত্র শাখা ৩৫মি.মি. ও ১৬ মি.মি. সেলুলয়েড ফিল্মের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতো। এ সব ফিল্ম ডেভেলপ ও সম্পাদনার জন্য এ অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি ছিল। প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটায় এ শাখার জনবল বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল জনবলকে নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে আধুনিক ডিজিটাল ল্যারেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে এ ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রস্তাবনা

১.সকল পুস্তকের কপি জমাদান:

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর ২৪ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে প্রকাশিত যে কোন পুস্তকের তিন কপি জমা দেওয়ার বিধান থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছেনা। ফলে দেশে কী ধরনের পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, সে সকল পুস্তক দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা- তা পর্যবেক্ষণ করার কোন সুযোগ নেই। দেশে প্রকাশিত বইয়ের কপি জমাদানে বাধ্য বাধকতা আরোপ, প্রাপ্ত বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করে প্রতি ছয়মাস অন্তর একটি বিবলিওগ্রাফিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় জনবল এ অধিদপ্তরের রয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা ও আদেশ জারী করা প্রয়োজন।

২.বাংলাদেশ ফোর্টনাইটলি পুনরায় বাংলায় প্রকাশ:

এ অধিদপ্তর থেকে পূর্বে ‘বাংলাদেশ ফোর্টনাইটলি’ নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি সচিত্র বাংলাদেশ’র আদলে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতো। দীর্ঘদিন যাবত পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে না। এই পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।

৩.পাক্ষিক বুলেটিন প্রকাশ:

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি ভিত্তিক কর্মসূচিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধামন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বর্গের অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম ভিত্তিক একটি পাক্ষিক নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করা প্রয়োজন। নতুন কোন জনবল ছাড়াই চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

৪. লেখক সম্মানি বাড়ানো:

নিয়মিত প্রকাশনাসমূহে লেখক সম্মানী খুবই কম। ফলে ভালোমানের লেখক ও গবেষকগণের লেখা সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নিয়মিত প্রকাশনা তিনটির মানোন্নয়নে প্রতি লেখক ও গবেষক গণের লেখা সংগ্রহ করা খুবই জরুরি। তাই সকল প্রকাশনার লেখক সম্মানী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.আইন সংস্কার:

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন, ১৯৭৩ যুগোপযোগী ও সংস্কার করা প্রয়োজনীয়তা থেকে ইতোমধ্যে আইনটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচার কেন্দ্রীয় ভাবে সম্পাদনের দায়িত্বপূণর্পন:

স্বাধীনতার পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন এবং ১৯৮৩ সালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কেন্দ্রীয়ভাবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বণ্টন ও বিল পরিশোধ করতো। কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কোনরূপ পরামর্শ ছাড়াই ২৮মে ২০০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে একটি নির্বাহী আদেশে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ সীমিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রণীত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের মাধ্যমে স্ব-স্ব বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বণ্টন ও বিল পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ ব্যবস্থা চালু করায় কোন সংবাদপত্র কী পরিমাণ সরকারি বিজ্ঞাপন পাচ্ছে এবং বিজ্ঞাপন বাবদ প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব খাতের কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়হচ্ছে- তার কোন সঠিক তথ্য, পরিসংখ্যান বা হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত দৈনিক, অর্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকসহ সকল ধরনের পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তকরণ এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে হালনাগাদ প্রচার সংখ্যাও বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ এ অধিদপ্তর সম্পাদন করে থাকে। পত্রিকা মিডিয়া তালিকভুক্তির দায়িত্ব ও এ অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। বর্তমানে মিডিয়া তালিকা বহির্ভূত অনেক পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন ছাপানো হচ্ছে, যা সরকারি নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ অব্যবস্থা না দূর করতে সরকারি নির্দেশনা প্রয়োজন।

৭. টিভিতে প্রচারিত সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন:

সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার একটি আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন সরকারি বিজ্ঞাপন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার হচ্ছে। কিন্তু এসব বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি কোন নিয়ম বা নীতিমালা নেই। টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ নীতিমালার আলোকে সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং দীর্ঘদিনযাবত এ প্রতিষ্ঠান প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ করে আসছে। টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত বিজ্ঞাপন নীতিমালা ও হার নির্ধারণের দায়িত্ব চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত করা যায়।

৮. অনলাইন পত্রিকা ও নিউজ পোর্টালে সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ নীতিমালা প্রণয়ন:

অনলাইন পত্রিকা ও নিউজ পোর্টালের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি বিজ্ঞাপন এসব মাধ্যমে প্রচারের সময় এসেছে। অনলাইন পত্রিকাও নিউজ পোর্টালে বিজ্ঞাপনের হার নির্ধাণের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান। তাই অনলাইন পত্রিকাও নিউজ পোর্টালে সরকারি বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণের দায়িত্ব এ অধিদপ্তরকে প্রদান করা যেতে পারে।